গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জিইপি /বাহক মারফত

কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট
কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)
বাড়ী নং-৬, সোনারগাঁ জনপথ
সেক্টর নং-১১, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
www.dknvat.gov.bd

নথি নং ৪-মূসক/৮(৬৯)অলিভ গার্ডেন/কর ফাঁকি/ বিচার/২০১৫/ ৯১২ তারিখঃ- ০৯/১২/১৫

প্রেরক ঃ কমিশনার।

প্রাপক ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
অলিভ গার্ডেন,
বাড়ী-৩৭, রোড-৩৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

বিষয় ঃ অলিভ গার্ডেন, বাড়ী-৩৭, রোড-৩৫, গুলশান-২, ঢাকা নামীয় প্রতিষ্ঠানটির অনাদায়ী মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বাবদ ৪৩,২৬,৭৯০/-(তেতাল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত নব্বই) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫৫(১) জারিকৃত দাবীনামা একই আইনের ধারা ৫৫(৩) অনুযায়ী চূড়ান্ত করণ।

সুত্র ঃ ১। গুলশান বিভাগীয় দপ্তরের পত্র নং-৪/মূসক/গুঃবিঃ/মূসক ফাঁকি/অলিভ গাঃ/১৯/১৫/৪১৪৪, তারিখ ঃ-২৪.০৬.২০১৫খ্রিঃ।
২। এ দপ্তরের সমনথির পত্র নং-২৯৬, তাং-২৭.০৮.১৫খ্রিঃ।
৩। আপনার পত্র নথি নং-নাই,তাং-০২.০৯.২০১৫খ্রিঃ।
৪। এ দপ্তরের সমনথির পত্র নং-৫৫১, তাং-০৮.১০.১৫খ্রিঃ।
৫। এ দপ্তরের সমনথির পত্র নং-৬০৬, তাং-০৮.১০.১৫খ্রিঃ।
৬। আপনার পত্র নথি নং-নাই,তাং-২৬.১০.২০১৫খ্রিঃ।
৭। এ দপ্তরের সমনথির পত্র নং-৬৭০, তাং-০১.১১.১৫খ্রিঃ।
৮। আপনার পত্র নথি নং-নাই,তাং-০৩.১১.২০১৫খ্রিঃ।
৯। আপনার পত্র নথি নং-নাই,তাং-১১.১১.২০১৫খ্রিঃ।

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অলিভ গার্ডেন, বাড়ী-৩৭, রোড-৩৫, গুলশান-২, ঢাকা
মূসক নিবন্ধন নম্বর	১৮১৩১০৭০৪৯৫
কার্যক্রমের ধরণ	রেস্টুরেন্ট।
মেয়াদ	মার্চ/১৩ হতে মে/১৫
পরিহারকৃত মূসকের সাথে জড়িত সেবার মূল্য	২,৮৮,৪৫,২৬৭/- (দুই কোটি আটাশি লক্ষ পয়ঁতাল্লি হাজার দুইশত সাতষট্টি) টাকা।
পরিহারকৃত মূসক এর পরিমাণ	৪৩,২৬,৭৯০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত নব্বই) টাকা।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রগুলোর প্রতি আপনার দৃষ্টি আর্কষণ করা হ'ল।

০২। বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, গুলশান বিভাগ, ঢাকা এর আদেশ নং-৪/মূসক/পরিঃ/কর দাঃ নিরঃ/গুঃবিঃ/৯৩/১৪/৪০১৯(১৫) তারিখ-১৭/০৬/২০১৫ইং মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে রাজস্ব কর্মকর্তা, গুলশান সার্কেল-১, ঢাকা এর নেতৃত্বে একটি তদন্ত দল ১৭/০৬/২০১৫ইং তারিখে আপনার প্রতিষ্ঠান মেসার্স অলিভ গার্ডেন

পরিদর্শন করে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬ এবং ধারা-৪৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রদানপত্রের একটি অনুলিপি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জনাব আব্দুর রউফ, ম্যানেজার, এর নিকট হস্তান্তর করেন।

০৩। অতঃপর তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আপনার প্রতিষ্ঠানে কিভাবে বিক্রয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং কোন পদ্ধতিতে মূসক চালানপত্র ইস্যু করা হয় তা জানতে চাওয়া হলে আপনি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানান যে, ইসিআর মেশিনের মাধ্যমে মূসক চালানপত্র ইস্যু করা হয়। কিন্তু আপনি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ইসিআর মেশিনের পাশাপাশি মূসক-১১ চালানপত্র ব্যবহার করে আসছেন তার প্রমান স্বরূপ আপনার প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের ব্যবহৃত ডেস্কের পার্শ্বে চলমান মূসক-১১ চালানের একটি পুস্তক পাওয়া যায় এবং তার ভিত্তিতে তল্লাশির এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের একটি কক্ষে ব্যবহৃত মূসক-১১ চালানের আরও ১৯২টি পুস্তক পাওয়া যায়।

০৪। প্রতিষ্ঠানটির সঠিক করদায়িতা নিরুপনের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ১টি ইসিআর মেশিন ও ১৯৩টি মূসক-১১ চালানের পুস্তক মূসক-৫ প্রদানের মাধ্যমে জব্দ করে আনা হয়। পরবর্তীতে, জব্দকৃত ইসিআর মেশিন, ১৯৩টি মূসক-১১ চালান বই, আপনি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কতৃক সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে দাখিলকৃত মূসক-১৯ (দাখিলপত্র) এবং এ দপ্তরে রক্ষিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আপনি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র ইসিআর মেশিনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত মূসক চালানে উল্লিখিত প্রদেয় মূসক ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে মাসিক দাখিল পত্রে প্রদর্শন করে থাকেন। কিন্তু মূসক-১১ চালানের মাধ্যমে সরবরাহকৃত সেবার ক্ষেত্রে প্রদেয় মূসক ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করেননি এবং দাখিলপত্রেও কোন হিসাব প্রদর্শন করেননি।

জব্দকৃত মূসক-১১ চালানপত্র হিসাব-নিকাশ ও যাচাইবাছাই করে ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমান ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(বাংলাদেশী টাকায়)

ছক

ক্রমিক নং	কর মেয়াদ	মূসক-১১ চালান মোতাবেক সেবা মূল্য	প্রদেয় মূসক	সুদ	মোট (৪+৫)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	মার্চ/২০১৩	২০৬৫৩৩	৩০৯৮০	১৬৭২৯	৪৭৭০৯
২	এপ্রিল/২০১৩	৮৫৮৬৯৩	১২৮৮০৪	৬৬৯৭৮	১৯৫৭৮২
৩	মে/২০১৩	৭৯৫৫৩৩	১১৯৩৩০	৫৯৬৬৫	১৭৮৯৯৫
৪	জুন/২০১৩	১৬১৪৮২৭	২৪২২২৪	১১৬২৬৮	৩৫৮৪৯২
৫	জুলাই/২০১৩	৯৫১৪৭৩	১৪২৭২১	৬৫৬৫২	২০৮৩৭৩
৬	আগস্ট/২০১৩	১৪৯৫৭৯৩	২২৪৩৬৯	৯৮৭২২	৩২৩০৯১
৭	সেপ্টেম্বর/২০১৩	১৬৩৯৮৮৭	২৪৫৯৮৩	১০৩৩১৩	৩৪৯২৯৬
৮	অক্টোবর/২০১৩	১১০৪৯৪০	১৬৫৭৪১	৬৬২৯৬	২৩২০৩৭
৯	নভেম্বর/২০১৩	১১৯৫৯০০	১৭৯৩৮৫	৬৮১৬৬	২৪৭৫৫১
১০	ডিসেম্বর/২০১৩	১১৬৯১৩৩	১৭৫৩৭০	৬৩১৩৩	২৩৮৫০৩
১১	জানুয়ারী/২০১৪	১৩১৬০৫৩	১৯৭৪০৮	৬৭১১৯	২৬৪৫২৭
১২	ফেব্রুয়ারী/২০১৪	১১২২৭৬৭	১৬৮৪১৫	৫৩৮৯৩	২২২৩০৮
১৩	মার্চ/২০১৪	১০২৭০৬৭	১৫৪০৬০	৪৬২১৮	২০০২৭৮
১৪	এপ্রিল/২০১৪	৫৩৪৬০০	৮০১৯০	২২৪৫৩	১০২৬৪৩
১৫	মে/২০১৪	৮৭৫৭৪০	১৩১৩৬১	৩৪১৫৪	১৬৫৫১৫
১৬	জুন/২০১৪	৬২৮৫৯৩	৯৪২৮৯	২২৬২৯	১১৬৯১৮

ক্রমিক নং	কর মেয়াদ	মূসক-১১ চালান মোতাবেক সেবা মূল্য	প্রদেয় মূসক	সুদ	মোট (৪+৫)
১৭	জুলাই/২০১৪	৪৫৭০৩৩	৬৮৫৫৫	১৫০৮২	৮৩৬৩৭
১৮	আগস্ট/২০১৪	১২২৯৮১৩	১৮৪৪৭২	৩৬৮৯৪	২২১৩৬৬
১৯	সেপ্টেম্বর/২০১৪	৯০১৩২৭	১৩৫১৯৯	২৪৩৩৬	১৫৯৫৩৫
২০	অক্টোবর/২০১৪	৭৮৪৮০৭	১১৭৭২১	১৮৮৩৫	১৩৬৫৫৬
২১	নভেম্বর/২০১৪	৯৪৫৫৯৩	১৪১৮৩৯	১৯৮৫৭	১৬১৬৯৬
২২	ডিসেম্বর/২০১৪	৬২১৩২৭	৯৩১৯৯	১১১৮৪	১০৪৩৮৩
২৩	জানুয়ারী/২০১৫	১১১৮৫১৩	১৬৭৭৭৭	১৬৭৭৮	১৮৪৫৫৫
২৪	ফেব্রুয়ারী/২০১৫	১৪৯১৮৩৩	২২৩৭৭৫	১৭৯০২	২৪১৬৭৭
২৫	মার্চ/২০১৫	১২৭৯৬৪৭	১৯১৯৪৭	১১৫১৭	২০৩৪৬৪
২৬	এপ্রিল/২০১৫	১৮৩৫৪৪০	২৭৫৩১৬	১১০১৩	২৮৬৩২৯
২৭	মে/২০১৫	১৬৪২৪০০	২৪৬৩৬০	৪৯২৭	২৫১২৮৭
সর্বমোট		২৮৮৪৫২৬৭	৪৩২৬৭৯০	১১৫৯৭১৪	৫৪৮৬৫০৪

বর্ণিত ছকে দেখা যায় যে, আপনি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মার্চ/২০১৩ইং হতে মে/২০১৫ইং পর্যন্ত ইস্যুকৃত মূসক-১১ চালানের মাধ্যমে সর্বমোট ২,৮৮,৪৫,২৬৭/- (দুই কোটি আটাশি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি) টাকা মূসক আরোগযোগ্য মূল্যমানের সেবা সরবরাহ করে আসছেন এবং মোট সেবার উপর ১৫% হারে প্রদেয় মূসক এর পরিমান হয় ৪৩,২৬,৭৯০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত নব্বই) টাকা যা ফাঁকি দিয়েছেন। আপনি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রদেয় মূসক ৪৩,২৬,৭৯০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত নব্বই) টাকা পরিশোধ না করে মূসক ফাঁকি দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছেন।

০৫। সুতরাং সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আপনি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অলিভ গার্ডেন, এর অনাদায়ী মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বাবদ ৪৩,২৬,৭৯০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত নব্বই) টাকা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবার উদ্দেশ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করে আত্মসাৎ করেছেন, যা অবিলম্বে আদায়যোগ্য। আপনি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের এরূপ কার্যকলাপে সরকারের রাজস্ব ক্ষতিসাধন হয়েছে; যা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩, ৬, ৩১ ও ৩২ এবং একই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধি- ২২ ও ২৩ এর সুস্পষ্ট লংঘন। আপনি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের এরূপ কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে বেআইনী এবং সরকারী রাজস্ব সংরক্ষণের পরিপন্থী। এ অবস্থায়, মূসক ফাঁকি মামলার প্রতিবেদনে উল্লিখিত অলিভ গার্ডেন, বাড়ী-৩৭, রোড-৩৫, গুলশান-২, ঢাকা এর অনাদায়ী মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বাবদ ৪৩,২৬,৭৯০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত নব্বই) টাকা পরিশোধের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা- ৫৫(১) এর বিধান অনুযায়ী উল্লিখিত দাবীকৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য সূত্রোক্ত ০২ নং পত্রের মাধ্যমে আপনার/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বরাবরে দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়।

০৬। এ পরিপ্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত ৩নং পত্রের মাধ্যমে আপনি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানের লক্ষ্যে সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন। ফলে সূত্রোক্ত ০৪ নং পত্রের মাধ্যমে বিগত ২৬/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ শুনানীর দিনক্ষণ নির্ধারণ হলে আপনি সূত্রোক্ত ০৫ নং পত্রের মাধ্যমে পুনরায় সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন এবং আপনার আবেদন আবারও বিবেচনায় নিয়ে সূত্রোক্ত ০৬ নং পত্রের মাধ্যমে পুনরায় শুনানীর দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হলে বিগত ০৪.১১.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের নির্ধারিত